তনুরিমার ছবি প্রাচ্য ভাবনার আস্বাদন

দেবদত্ত গুপ্ত

শিল্প রচনার সঙ্গে শিল্পীর জীবন বোধের সম্পর্ক থাকে এবং সেই নিরিখেই শিল্পী হিসেবে গড়ে ওঠার সময়ে সময়ে বিভিন্ন পর্বের কাজের অন্দরে নিহিত থাকে তার আপন যাত্রা পথের বিচিত্র ও বর্ণময় অভিজ্ঞতার সম্পদ। একজন শিল্পীর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আবেগ আকাঙ্ক্ষা সংস্কার সব কিছুর উপাদানেই রচিত হয় তার শিল্প। তা ছবি ভাস্কর্য কিম্বা স্থাপত্য নির্মাণ সবেতেই প্রতিভাত হয়। নন্দলাল বসু ভারি চমৎকার ভাবে বলেছিলেন সংকেতে বা ঠারে- ঠোরে যে ছবি আঁকা হয় তাকে ব্যাঞ্জক বা ব্যাঞ্জনাপ্রধান ছবি বলা যায়। এরকম ছবিতে কেবল চোখের দেখা রইল না, মনের দেখা এসে পড়ল। প্রকৃতিতে সব বস্তু চোখ মেলে দেখলেও দেখা সম্পূর্ণ হল না। আবার, মনের যোগে কোনো বস্তু দেখলেই সেই বস্তু আকার সময় শিল্পীর মনের যা অবস্থা তারই ছাপ অঙ্কিত রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল। মন কোনো বস্তুকে অংশত বা উনকৃত করে দেখে, কোনো বস্তুকে অতিকৃত করে দেখে। তাই এরূপ ব্যাঞ্জনাপ্রধান ছবি কোনো বস্তুর হুবহু নকল হতেই পারেনা। যে প্রসঙ্গে কথাগুলি মনে এল তা হল ২০২৩ সনের ৩০ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত শান্তিনিকেতন কলাভবনের নন্দনে তনুরিমা ধরের একক প্রদর্শনী দেখার পরিপ্রেক্ষিতে। তনুরিমার ছবির মধ্যে দর্শক রূপের সাদৃশ্য খোঁজার তাগিদ অনুভব করে না, কিন্তু গতি ভঙ্গি ছন্দ ও ব্যাঞ্জনার স্বাদকে আস্বাদন করতে পারে। তনুরিমা নিজের মতো করে যেখানে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে রেখা ছবিতে নিছক একটি গঠনমূলক উপাদান নয়, রেখা কেবলমাত্র চোখে দেখা বস্তুর আকার আকৃতি গঠন করেনা তাকে ছবি গঠনের ভূমিকায় অন্যভাবেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, রেখাকে প্রাণ ছন্দ প্রকাশের তাগিদেও ব্যবহার করা যায়। নদীর প্রবাহ মেঘের চলন আগুনের শিখার চঞ্চলতা কিম্বা একমনা স্থির স্বরূপ জল রাশির তরঙ্গ এসবের আড়ালেই সন্নিহিত হয়ে থাকে প্রাণছন্দের স্বরূপ। তনুরিমার ছবি সেভাবেই যেন নির্মিত হতে থাকে। তাই এক অদ্ভুত মুক্তির স্বাদ নিয়েই তার চিত্রগুলি গঠিত বলা যায়।

বর্তমানে যখন গোটা পৃথিবী জুড়ে প্রাচ্য ভাবনা নিয়ে চতুর্দিকে আলোচনা যখন চলছে সেই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে তনুরিমার ছবিও নিখাদ প্রাচ্যের ছবির গুণ নিয়েই বেড়ে উঠেছে। প্রাচ্য ভাবনা বিশ্বাস করে ভাবকে প্রকাশ করতে হলে বস্তুর ডিটেইল বা হুবহু গড়ন ধরার চেষ্টা একেবারেই গৌণ। পরিবর্তে গতি ভঙ্গি ছন্দ ও ব্যাঞ্জনা দিয়ে ভাবকে প্রকাশ করার ধারণাকে। তনুরিমার ছবির পরতে পরতে রেখা নামক শিল্পের গঠনমূলক উপাদানটি গতি ভঙ্গি ছন্দের খাতিরে চিত্রপটের শরীরে নিজের প্রকাশকে জাহির করে। প্রাচ্য ভাবনার এই নিরিখে বর্তমান সময়ে তার ছবি আলাদা গুরুত্বের দাবী রাখে।